ঝিনাইদহে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান

ঝিনাইদহে ৪৫ জন মেধাবী অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে শহরের পবহাটি এলাকায় সৃজনী ফাউন্ডেশন ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের হাতে এককালীন ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি তুলে দেন।

এ সময় সৃজনী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ড.হারুন-অর-রশীদ, সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সৃজনী ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক, রেডিও ঝিনুকের স্টেশন ম্যানেজার পারভীন নাহারসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি গ্রামের মাঠ থেকে আব্দুল আলীম
(৬০) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সকালে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। সে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বৈঠাপাড়া গ্রামের মৃত মুনশাদ আলীর ছেলে। গত কয়েক বছর যাবত পোড়াহাটি গ্রামের একটি বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করে আসছিল। পেশায় সে একজন ইলেকট্রনিক্স মিস্ত্রী।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, পোড়াহাটি গ্রামের মাঠে আব্দুল আলিম নামের এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা সে বিষয়ে ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।

আলমডাঙ্গায় যেখানে সেখানে খোলা তেল ও সিলিন্ডার গ্যাস বিক্রি: ঝুঁকিতে জনজীবন

আলমডাঙ্গা উপজেলার রাস্তাঘাট, বাজার এলাকা ও সড়কের মোড়ে বিক্রি হচ্ছে পেট্রোলিয়াম (এলপি) গ্যাসের সিলিন্ডার, অকটেন-পেট্রোলসহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ। কোনো ধরণের নীতিমালা না মেনে এভাবে দাহ্য পদার্থ বিক্রি করায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

সরেজমিন গত দুই দিন উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার যেখানে সেখানে অবাধে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার, পেট্রোলসহ নানা দাহ্য পদার্থ। এক লিটার অথবা আধা লিটার ওজনের প্লাস্টিকের বোতলে পেট্রোল ভরে পসরা সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন দোকানে। ওই সব দোকানে নেই কোন অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা।

জনবহুল কিংবা আবাসিক এলাকায় এ ব্যবসার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। এ কারণে জননিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়ছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
উপজেলা প্রশাসন বলছে, নিরাপত্তার স্বার্থে অনুমোদনহীন এসব দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে।

জানা গেছে, জ্বালানি অধিদপ্তরের আইন অনুযায়ী যেসব প্রতিষ্ঠান তেল ও গ্যাস বিক্রি করবে তাদের স্থানকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা রেখে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাতে হয়। আইন অনুযায়ী তেল-গ্যাস বিক্রির স্থানে কমপক্ষে ফ্লোর পাকাসহ আধাপাকা ঘর, ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপণ লাইসেন্সসহ অগ্নিনির্বাপণ সিলিন্ডার, মজবুত ও

ঝুঁকিমুক্ত সংরক্ষণাগার থাকতে হবে। এ ছাড়াও জ্বালানি অধিদপ্তরের অনুমোদন আবশ্যক।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, হাতে গোনা কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কারো অনুমোদন নেই। ওই সব ব্যবসায়ী সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে অবৈধভাবে দীর্ঘ দিন তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

এদিকে ভেজাল তেল বিক্রি ও পরিমাণে কম দেয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই সব অসাধু দোকানদারের বিরুদ্ধে। ১লিটার পেট্রোল ৮৬ টাকা হলেও ওই ১লিটার সমপরিমাণ খোলা বাজারে বোতলে পুরে তা ১শ টাকায় বিক্রয় করা হচ্ছে। যে কারণে প্রতারণার শিকার হচ্ছে সাধারণ ক্রেতারা। অল্প পুঁজিতে লাভজনক ব্যবসা হওয়ায় রাস্তার পাশে, অলিগলিতে গড়ে উঠেছে এসব দোকান। উপজেলার বিভিন্ন বাজারে শতাধিক খোলা তেলের দোকান গড়ে উঠেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের সনাতনপুর গ্রামের আফাজ উদ্দিন জানান, গাড়ি নিয়ে পথে তেল শেষ হওয়ার কারণে ওজনে কম ও ভেজাল তেল জেনেও বাধ্য হয়ে ওই সব দোকান থেকে তেল কিনতে হয়। খোলা বাজারের ওই সব ভেজাল তেল ব্যবহার করায় প্রায়ই মোটরযানে সমস্যা দেখা দেয়।

অন্য দিকে এ উপজেলায় সিলিন্ডার গ্যাসের ব্যবসা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলছে। উপজেলার বিভিন্ন বাজার, পাড়া-মহল্লার মুদি দোকান, প্লাস্টিক সামগ্রীর দোকান, ফার্নিচারের দোকান, ফোন-ফ্লেক্সির দোকান, রিকশা গ্যারেজ এমনকি ওষুধের দোকানেও পাওয়া যাচ্ছে দাহ্য পদার্থ পেট্রোল ও অক্টেন। একই ভাবে পাওয়া যাচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার।

এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় অটোরিকশায় ভ্রাম্যমাণ গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রেতাদের দেখা যায়। জানা যায় এখানকার শতাধিক ছোটবড় বাজারে ৫০০-এর ও বেশি পেট্রোল ও অকটেন এর দোকান রয়েছে।

উপজেলার জামজামি ইউনিয়ন ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া বাজারে দেখা যায়, ছোট-বড় ৩৫টি দোকানে বিক্রি হচ্ছে পেট্রোল ও অকটেন তেল। এর সাথে কিছু দোকানেও বিক্রি করা হচ্ছে গ্যাস। ওই তিনটি বাজারে মাত্র একজন লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী পাওয়া গেছে। বাকিদের মধ্যে অনেকেই জানেন না ব্যবসার আইন-কানুন। একটু লাভের আশায় দোকানের বাইরে ফুটপাতে গনগনে রোদে ফেলে রাখা হয় এসব সিলিন্ডার।

রাস্তার পাশে রাখা এসব সিলিন্ডারের পাশ ঘেঁষেই চলছে দ্রুতগামী যানবাহন। অধিক লাভের আশায় মান ও মেয়াদহীন অনেক কোম্পানির সিলিন্ডার রাখায় এসব দোকানি নিজের অজান্তেই বোমার চেয়ে ভয়ানক বিপদের পসরা সাজিয়ে রেখেছেন।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশেই সারি সারি দোকানে বিক্রয় করা হচ্ছে পেট্রোল ও অকটেন।

ব্যবসায়ী মোঃ একদুল হক অভিযোগ করে বলেন, আমি বিস্ফোরক লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করলেও লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের তদারকি না থাকায় আমাকে ব্যবসায়িকভাবে লোকসান গুনতে হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জানান, অনুমোদনবিহীন খোলা তেল বিক্রিতে অগ্নিঝুঁকি রয়েছে। এ ছাড়া রাস্তার পাশে কিংবা রোদে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ঠিক নয়। এতে চাপ ও তাপজনিত দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। অন্য দিকে একই বোতলে বারবার গ্যাস ভর্তি ও অবৈধ পন্থায় গ্যাস ভর্তি করার কারণে থার্মো সিল বা বাল্ব নষ্ট হয়ে বিস্ফোরণের আশঙ্কাও রয়েছে।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার জানান, ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়া খোলা তেল ও গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবসা জননিরাপত্তার জন্য হুমকি। উপজেলার রাস্তার পাশের দোকানগুলো কারোরই লাইসেন্স নাই।

তিনি আরও বলেন, অবৈধভাবে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জরিমানার আওতায় আনলে বিক্রয় বন্ধ করা যাবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির জানান, আমরা রাস্তার পাশে অবৈধ জ্বালানি তেল বিক্রয়ে অবগত আছি। তবে, কেউ লিখিত অভিযোগ করলে আমরা আইনের আওতায় নিতে পারবো।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল চোর চক্রের তিন সদস্য আটক

আলমডাঙ্গায় রাতের আঁধারে মোটরসাইকেল চুরির সময় বকুল নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক যুবকের স্বীকারোক্তিতে চুরির ঘটনায় আরো ২ জনকে আটক করে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর আনন্দধাম এলাকার আব্দুল মজিদের ছেলে আশরাফুল (৪০) গত বৃহস্পতিবার রাতে মোটরসাইকেল রেখে আনন্দধাম জামে মসজিদে এশার নামাজ পড়তে ঢোকে। এসময় চোর চক্রের সদস্য আলমডাঙ্গা উপজেলার বামানগর গ্রামের নাছের আলির ছেলে বকুল ওত পেতে থাকে।

সুযোগ বুঝে জেলিং ৮০ সিসি মোটরসাইকেল তালা ভেঙে চুরি করার চেষ্টা করে। এ সময় এলাকার লোকজন বকুলকে মোটরসাইকেলের তালা ভাঙতে দেখে ফেলে। স্থানীয়রা বকুলকে গিয়ে আটক করে এবং মোটরসাইকেল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তার ভাই এর মোটরসাইকেল বলে।

এ সময় মোটরসাইকেল মালিক আশরাফুল নামাজ শেষে মসজিদের বাইরে এসে তার গাড়ি চুরির ঘটনাটি জানতে পারলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে অবগত করেন।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই কামরুল সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বকুলকে আটক করে। বকুল আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তার সাথে জড়িত বাবু পাড়ার তারা কষাইয়ের ছেলে লিখন ও কালিদাসপুর সাদাব্রিজ এলাকার মনোয়ার হোসেনের ছেলে ইউসুফের নাম স্বীকার করে।

রাতেই বকুলের স্বীকারোক্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তাদের আটক করে। চুরির ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই আশরাফুল বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় এজাহার দায়ের করেন।

কুষ্টিয়ায় বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর, ৩ যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী নেতা বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) তানভীর আরাফাত।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, কয়া মহাবিদ্যালয়ের কমিটি নিয়ে বর্তমান সভাপতির সঙ্গে স্থানীয় একটি গ্রুপের দ্বন্দ্ব চলছিলো বেশ কিছুদিন ধরে। এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার (১৭ ডিসেম্বর) রাত ১টার সময় কয়া ইউনিয়নের যুবলীগ সভাপতি আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে চারজন মিলে বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর করে। বাঘা যতীনের ভাস্কর্যের নাক ও ডান গালের কিছু অংশ ক্ষতবিক্ষত করে।নৈশপ্রহরী খলিলুর রহমান এটি দেখে ফেলেন এবং পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে এ কথা জানান তিনি।

বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে শনিবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আনিসসহ সংগঠননের সদস্য সবুজ হোসেন (২০) ও হৃদয় আহমেদ (২০) কে গ্রেপ্তার করা হয়।

তবে ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক শাহীনুর ওরফে বাচ্চু নামের আরেকজন এখনো পলাতক রয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

এর আগে ভাঙচুরের ঘটনায় কুমারখালী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেছেন কয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হারুন উর রশিদ।

প্রসঙ্গত, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন বিপ্লবী বাঘা যতীন।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙালিসহ ভারতবর্ষের সব জাতিসত্তার স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল এক সূত্রে গাঁথা। প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের বিতাড়ন করা। আর ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন, যাদের আত্মদান ইংরেজ শাসকদের বুকে কাঁপন

ধরিয়েছে, তাদের অন্যতম বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যিনি ‘বাঘা যতীন’ নামে বেশি পরিচিত। দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা, অপরিসীম সাহস ও শৌর্যবীর্য তাকে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে।

তরুণদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ বিসিবি সভাপতি

শুক্রবার ফাইনালের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ। দেশীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজিত ফ্রাঞ্চাইজিভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে তরুণদের পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট (বিসিবি) নাজমুল হাসান পাপনের।

শুক্রবার ফাইনাল ম্যাচ উপভোগের ফাঁকে মিরপুরে সাংবাদিকদের একথা জানান বিসিবি সভাপতি। তিনি মনে করেন, তরুণদের এই পারফরম্যান্স দেশের ক্রিকেটের জন্য ইতিবাচক দিক। পাশাপাশি জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সও বিবিসি সভাপতিকে চিন্তামুক্ত করেছে।

পাপন বলেন, ‘আমার তো কয়েকটা ছেলের খেলা খুব ভালো লেগেছে। ভবিষ্যতেরর জন্য আমাদের খুব ভালো প্লেয়ার সংযোজন হয়েছে। আফিফের খেলা ভালো লেগেছে। নতুনদের মধ্যে শরিফুলের বল খুব ভালো লেগেছে। তাসকিন আবার ফেরৎ এসেছে। ওর বল ভালো লেগেছে। ইমন ছেলেটার ব্যাটিং ভালো লেগেছে। ইয়াসির রাব্বির ব্যাটিংও।

আসলে নতুন-পুরাতন মিলিয়ে একটি ভালো কম্বিনেশন আমরা দেখেছি। এখন আমাদের অনেক অপশন আছে। এমনকি যদি মেহেদির কথা বলি ওর খেলাও বেশ ভালো, আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে। টি-টোয়েন্টির জন্য মূল্যবান একজন খেলোয়াড়। আমি বলছি বেশ কিছু প্লেয়ার পেয়েছি যারা আমাদের পাইপলাইন শক্তিশালী করেছে।’

ফাইনাল সেরা মাহমুদুল্লাহ, টুর্নামেন্ট মুস্তাফিজ

বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপে ফাইনালে গাজী গ্রুপ চট্টগ্রামকে ৫ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের খুলনা। শিরোপা জয়ে ফাইনালে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে খুলনা অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতেছেন। এছাড়াও টুর্নামেন্ট সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রামের পেসার মুস্তাফিজুর রহমান।

টুর্নামেন্টে চট্টগ্রামের এই বাঁহাতি পেসার সর্বোচ্চ ২২টি উইকেট নিয়েছেন। দারুণ বোলিংয়ে মাঠ কাপিয়েছেন তিনি। তার বোলিং গড় ১১.৪ এবং ইকোনমি রেট ৬.২৫। ফলে টুর্নামেন্টের সেরা বোলারের পুরস্কারটাও জিতে নিয়েছেন জাতীয় দলের এই বাঁহাতি পেসার।

ফাইনালের ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন খুলনার অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। ৪৮ বলে অপরাজিত ৭০ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। মূলত তার অধিনায়কোচিত ইনিংসে ভর করেই ফাইনালে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে খুলনা। আর টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রামের ওপেনার লিটন দাস। ৪৯.১২ গড়ে লিটনের ব্যাট থেকে এসেছে ৩৯৩ রান।

এছাড়া বিশেষ পারফরম্যান্সের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, পারভেজ হোসেন ইমন, শরিফুল ইসলাম এবং রবিউল ইসলাম রবি।

পাওনা টাকা আদায়ে বাবার লাশ আটক

ছেলের কাছে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য মৃত সিরাজ উদ্দিনের লাশ আটকে

রাখার অভিযোগ উঠেছে প্রভাশালী শহিদুল মাস্টার, আদম ও ইয়ারুলের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় পিরোজপুর ক্যাম্প পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতের লাশ উদ্ধার না করে প্রভাবশালীর পক্ষ নিয়েছে বলেও জানায় গ্রামবাসী।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের পূর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী ও মৃত সিরাজ উদ্দিনের পরিবার জানায়, সাহাবুল ২ বছর পূর্বে বিদেশে যাবার জন্য ইয়ারুল ইসলামের কাছে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নেয়। করোনার কারণে ইয়ারুলকে বিদেশে পাঠাতে ব্যর্থ হন সাহাবুল। সম্প্রতি ইয়ারুল টাকা ফেরত চান। ওই টাকা ফেরত না দিতে না পারার কারণে সাহাবুলের পিতা সিরাজ উদ্দিন ইয়ারুলের নামে একটি জমি এগ্রিমেন্ট করে দেন। ইয়ারুলের নামে এগ্রিমেন্ট করে দেওয়ার পর সিরাজ উদ্দিন তার এক নাতির নামে ওই জমি রেস্ট্রি করে দেন। পরে শুক্রবার দুপুরের দিকে সিরাজ উদ্দিন আকস্মিক মারা যান।

পরে আসরের নামাজের পর সিরাজের লাশ দাফনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার পরপরই শহিদুল মাস্টার, আদম ও ইয়ারুলের নেতৃত্বে তাদের লোকজন সিরাজের লাশ আটকে দেয়। এ ঘটনার পর রাত ৮ টার দিকে সিরাজ উদ্দিনের ছেলেমেয়ের কাছে লিখিত নিয়ে লাশ দাফন করতে দেয়।

গ্রামবাসী জানান, পিরোজপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে থাকলেও অজ্ঞতকারণে নিরব ভূমিকা পালন করে। লাশের ওয়ারিশদের কাছে থেকে জোরপূর্বক স্ট্যাম্প লিখে নিতে একটি পক্ষকে সহযোগিতা করেছে। পুলিশের এ নিরব ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে দাবি করেন মৃতের ছেলে সাহাবুলের। অভিযুক্ত আদম সাংবাদিকদের বলেন, মৃত সিরাজ উদ্দিনের ছেলেরা এ টাকার জন্য জমি স্ট্যাপ করে দেবে তারপর লাশ আমাদের লোকজন ছেড়ে দেবে।

পিরোজপুর ইউনিয়ন ক্যাম্পের আইসি ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই তরিকুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি আমি মেহেরপুর থানার ইনচার্জকে জানিয়েছি। তিনি বলেছেন- ওয়ারিশদের সাথে বসে মীমাংসা করতে। তিনি আরো বলেন, উভয় পক্ষের দোষ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মীমাংসা হবার জন্য ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দায়িত্ব নিয়েছেন। কাল (শনিবার) সকালে ইউনিয়ন পরিষদে বসে মীমাংসা হবে। আপাতত মৃতের ওয়ারিশের কাছ থেকে একটি লিখিত নিয়ে লাশ দাফন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহা দারা বলেন, বিষয়টি শুনেছি। মৃতের ওয়ারিশদের সাথে কথা বলে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করতে স্থানীয় ক্যাম্প ইনচার্জকে বলা হয়েছে।

এমপির স্বাক্ষরে কমিটি, আওয়ামী লীগ বলছে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী

দলীয় গঠনতন্ত্র অমান্য করে ঢাকা-৫ আসনের এমপি কাজী মনিরুল ইসলাম মনু ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটি অনুমোদন করেছেন। গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজে জড়িত থাকায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী এ কমিটি অবৈর্ধ, গঠনতন্ত্র পরিপন্থী জানিয়ে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। তবে কাজী মনিরুল ইসলাম মনু এটাকে উন্নয়ন কমিটি দাবি করে বলেছেন, আমি যে উন্নয়ন করব, তাদের মাধ্যমে করা হবে।

জানা গেছে, গত ১২ নভেম্বর উপনির্বাচনে ঢাকা-৫ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা কাজী মনিরুল ইসলাম মনু বিজয়ী হন। এরপর থেকেই প্রয়াত সংসদ সদস্য (এমপি) হাবিবুর রহমান মোল্লার অনুসারীদের কোণঠাসা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি বিএনপি-জামায়াতের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ‘এমপি লীগ’ গঠনে মরিয়া হয়ে উঠেছেন বলেও অভিযোগ এলাকাবাসীর। দলের গঠনতন্ত্রে না থাকলেও তিনি ডেমরা থানার ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটি অনুমোদন করেছেন।

৩০ নভেম্বর এমপি স্বাক্ষরিত কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে আবদুল আজিজ প্রধানকে। চারজন যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয় জয়নাল আবেদীন, চাঁন মিয়া, নাজির আহমেদ চৌধুরী ও মোয়াজ্জেম হোসেনকে। সদস্য সচিব করা হয়েছে হাজী সামসুদ্দিন খানকে। তিনজনকে করা হয়েছে যুগ্ম সদস্য সচিব। তারা হলেন, শাহাদাত হোসেন মোল্লা, আবদুর রব ও আজিজুর রহমান। এই কমিটি গঠনের পর থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর

মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মন্নাফী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ঢাকা-৫ আসনের এমপি ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদনের তথ্য পেয়েছি। একজন এমপি কোনোভাবেই ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদন দিতে পারেন না। এটা গঠনতন্ত্রবিরোধী ও দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। ঢাকা মহানগরে ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদন কেবল মাত্র মহানগরের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট থানার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক অনুমোদন করে থাকেন। এখানে গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজ করা হয়েছে।

সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে কাজী মনিরুল ইসলাম মনু বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘আসলে ওটা আওয়ামী লীগের কমিটি নয়, উন্নয়ন কমিটি। আমি যে উন্নয়ন করব, তাদের মাধ্যমে করব।’ ‘প্যাডে লেখা আওয়ামী লীগ’ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, লেখাটা ভুল ছিল। ওদের বলেছি, সংশোধন করে নিয়ে আসতে।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মহানগরের একাধিক নেতা জানান, রাজধানীতে ১৮ জন জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, কেউ এমপি লীগ বা উন্নয়ন কমিটি গঠন করেনি। কাজী মনিরুল ইসলাম এমপি হয়েই দীর্ঘদিন ধরে যারা দল করছেন কিন্তু অন্যের অনুসারী ছিলেন তাদের কোনঠাসা করার মিশনে নেমেছেন। এতে করে দলের অভ্যন্তরে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

হেফাজতে ইসলামের দ্বন্দ্ব চরমে, পুরো দেশে বিভক্ত কওমিরা

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মরহুম আমির আল্লামা আহমদ শফী ও বর্তমান আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর অনুসারীদের দ্বন্দ্ব এখন চরমে। আল্লামা শফীকে হত্যার অভিযোগে চট্টগ্রামের একটি আদালতে বাবুনগরী অনুসারী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর প্রকাশ্যে নেমেছেন দুই নেতার অনুসারীরা। তারা একে অপরকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়েছে কওমি অঙ্গনেও। ফলে পুরো দেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে কওমি মতাদর্শীরা।

হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ইসলামাবাদী বলেন, ‘হত্যার অভিযোগে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। আল্লামা শফীর মৃত্যুর আগে হাটহাজারী মাদরাসায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এ মামলা নিয়ে আমরা বিচলিত নই। আইনিভাবে তা মোকাবিলা করা হবে। ষড়ন্ত্রকারীদেরও প্রতিহত করা হবে।’

আল্লামা আহমদ শফীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত হেফাজতে ইসলামের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাঈনুদ্দীন রুহী বলেন, ‘পরিকল্পিতভাবে আল্লামা শফীকে হত্যা করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত হুজুরের লাখো ভক্ত অনুসারী এবং ছাত্ররা মাঠে থাকবে। এ হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠ ছাড়ব না।’

জানা যায়, হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফীর ইন্তেকালের পর থেকে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে- এমন দাবি করে আসছে পরিবার ও তার অনুসারীরা। ঢাকা-চট্টগ্রামে একাধিক সংবাদ সম্মেলনও করা হয়। প্রতিবাদে পাল্টা বিবৃতিও দিয়েছেন বাবুনগরীর অনুসারীরা। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মাঠে নামে দুই গ্রুপ। এর জেরে সম্প্রতি ঘোষিত হেফাজতে ইসলামের কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয় প্রভাবশালী কয়েক নেতাকে। যার মধ্যে আল্লামা আহমদ শফীর ছেলে আনাস মাদানীও রয়েছেন।

ওই কমিটি গঠনের পর পর পাল্টা কমিটি গঠনের ঘোষণাও দেয় বঞ্চিতপক্ষ। তারা দেশের শীর্ষ আলেমদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সবশেষ গত বুধবার চট্টগ্রামে একটি আলোচনা সভায় আল্লামা আহমদ শফীকে পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ করেন তাঁর অনুসারী হিসেবে পরিচিতরা। এরপর শফীর শ্যালক বাদী হয়ে আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ‘গত ১১ সেপ্টেম্বর বিকালে ফটিকছড়ি থানাধীন বাবুনগর এলাকায় মামুনুল হকসহ কয়েকজন আল্লামা আহমদ শফীকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ১৬ সেপ্টেম্বর আসামি ও তাদের সহযোগীরা হাটহাজারী মাদরাসায় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি গ্রুপ মাদরাসার বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুর করে।

১৭ সেপ্টেম্বর আসামিরা আল্লামা আহমদ শফীর কক্ষ ভাঙচুর করে আল্লামা শফীর সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং অক্সিজেন খুলে নেয়। তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্স প্রায় এক ঘণ্টা আটকিয়ে রাখা হয়। আসামিরা পরিকল্পিতভাবে আল্লামা শফীকে খুন করে।’